মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণকে আস্বস্ত করা প্রশাসনের দায়িত্ব। তাই এই কাজে কোন ত্রুটি থাকা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তাদের বাড়িতে ১০ দিনের জন্য নগদ ১ হাজার ৫০০ টাকা অথবা যে সমস্ত পণ্য সামগ্রী সরবরাহের ঘোষণা রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে দিয়েছে তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোথাও যেন ত্রুটি না থাকে। এছাড়া হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তাদের বাড়িতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের আকস্মিক পরিদর্শন করতে হবে। খোঁজ রাখতে হবে তাদের কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা। সমস্যা হলে তাদের সাহায্য করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কোভিড রোগীদের চেক-আপ করতে চিকিৎসকরা নিয়মিত পরিদর্শনে যায় কিনা সে বিষয়েও নজরদারি রাখতে হবে। কৈলাসহরের আর জি এম হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল সিটি স্ক্যান মেশিন বসানো ও ডায়ালেসিস ইউনিট স্থাপন করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দ্রুততার সাথে তা কার্যকর করতে তিনি নির্দেশ দেন। এছাড়া সামগ্রিক ভাবে কোভিড মোকাবিলায় তিনি সংশ্লিষ্টদের রাজ্যে এমন একটা মহল তৈরী করতে পরামর্শ দেন যাতে প্রশাসনের সবাই নিজেদের আত্মনিয়োজিত করতে উদ্ভুত হয়। সবাই যাতে নিজ নিজ কাজের ছাপ রাখতে পাবে।

পর্যালোচনা সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কুমারঘাটে পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ঊনকোটি জেলা কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেন। কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, জেলাশাসক তাপস রায়, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী কোভিড কেয়ার সেন্টারে খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে বিশদে খোঁজ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাসকে কোভিড সেন্টারের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য এই ডেডিকেটেড কোভিড সেন্টারে বর্তমানে ৪৪ জন চিকিৎসাধীন আছেন।

*****